

‘হায়াতুল আশ্বিয়া’র আকীদা ও পরিভাষার ইতিহাস  
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বক্তব্য  
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা  
কুরআনে ও হাদীসে হায়াতুল আশ্বিয়ার দলিল  
হায়াতুল আশ্বিয়ার আকীদা বিষয়ে কয়েকজন ইমাম ও আলেমের উক্তি

আকীদায়ে হায়াতুলনবী (সা:) সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আকিদা: ১.নবীজি সা: জীবিত ছিলেন। ২.নবী সা: মৃত্য বরণ করেছেন। ৩.মৃত্যুর পর তাকে তার রুহ ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তিনি কবরেও জীবিত। [আকীদায়ে হায়াতুলনাবী একটি শাস্ত্রত ও স্বীকৃত বিষয়। সম্প্রতি এ নিয়ে অহেতুক কিছু আক্রমণাত্মক বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিষয়টির স্বরূপ ও ব্যাখ্যায় গভীর ইলমী সূতা বিদ্যমান। শাস্ত্রীয় একটি বিষয় হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টিকে সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্য করে পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে এই মডিউলে। এতে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন দলিল উল্লেখ করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আকীদায়ে হায়াতুলনবীর সত্যতা এবং এর অস্বীকারকারীদের দাবির অসারতা]

## ‘হায়াতুল আম্বিয়া’র আকীদা ও পরিভাষার ইতিহাস:

‘হায়াত’ মানে জীবন। আর ‘আম্বিয়া’ নবী শব্দের বহুবচন। শাস্ত্রিক অর্থ ‘নবীগণের জীবন’। পরিভাষায়-‘ইন্তেকালের পর কবরে নবীগণের বিশেষ জীবন লাভ করাকে হায়াতুল আম্বিয়া বলে’। ওফাতের পর সকল নবী কবরে জীবিত। এ কথা শরয়ী দলিল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তাই সাহাবা-তাবেয়ীন থেকে শুরু করে চার শতাব্দীর অধিককাল পর্যন্ত কেউ এ বিষয়ে কোনরূপ দ্বিমত করেননি। সর্বপ্রথম ৪৪৫ হিজরীতে মানছুর ইবনে মুহাম্মাদ আল-কান্দারী নামক এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরে জীবিত থাকার উপর নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করে এবং এর উপর ভিত্তি করেই কিয়ামত পর্যন্ত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালত বাকি থাকাকে অস্বীকার করে। তখন যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ইমাম আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাকী র. (মৃত্যু ৪৫৮ হি.) তার মত খন্ডন করে ‘হায়াতুল আম্বিয়া’ নামে একটি কিতাব রচনা করেন। এতে তিনি নবীদের কবরে জীবিত থাকা বিষয়ক আকীদার দলিল-প্রমাণ তুলে ধরেন। (মাকামে হায়াত, পৃ. ৫৪)

এ থেকেই এ বিষয়টি ‘হায়াতুল আম্বিয়া’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সকল ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ নবীদের কবরে জীবিত থাকার আকীদাকে ‘হায়াতুল আম্বিয়া’ নামেই উল্লেখ করে আসছেন।

## আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বক্তব্য

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা হল, মৃত্যুর পর সকল নবীদের কবরে পুনরায় বিশেষ জীবন দান করা হয়েছে। ইমাম বাইহাকী রাহ. তাঁর ‘আল ই‘তিকাদ’ গ্রন্থে বলেন-

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء

“সকল নবীর রূহ কবজ করার পর তা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই তারা শহীদদের ন্যায় তাদের রবের কাছে জীবিত”। (আল ইতিকাদ পৃ.৪১৫ দারুল ফযীলাহ রিয়াদ; আত-তালখীছুল হাবীর ২/২৫৪; আল বাদরুল মুনীর ৫/২৯২)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন,

وقد تمسك به من أنكر الحياة في القبر، وأجيب عن أهل السنة المثبتين لذلك بأن المراد نفي الموت اللازم من الذي أثبتته عمر بقوله وليس فيه تعرض لما يقع في البرزخ، وأحسن من هذا الجواب أن يقال: إن حياته “وليبعثه الله في الدنيا ليقطع أيدي القائلين بموته” صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيا، والأنبياء أحياء في قبورهم، ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتين حيث قال: لا يذيقك الله الموتين أي المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء. (فتح الباري، باب لو كنت متخذًا خليلاً لتخذت أبا بكر خليلاً)

“যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে জীবিত থাকাকে অস্বীকার করে তারা হযরত আবু বকর রা.-এর এ বক্তব্য দিয়ে দলিল পেশ করতে চায়-‘আল্লাহ আপনাকে দুইবার মৃত্যু দিবেন না’। আর আহলুস সুন্নাহ- যারা নবীর কবরে জীবিত থাকায় বিশ্বাস রাখেন, এদের পক্ষ থেকে এর জবাব দেয়া হয়েছে যে, হযরত আবু বকর রা.-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল উমর রা.-এর ভুল ধারণার খন্ডন করা। উমর রা. বলেছিলেন, ‘আল্লাহ তাআলা নবীজীকে আবার দুনিয়াতে জীবিত করবেন’। এ কথার মধ্যে বারযাখে কী হবে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। অবশ্য হযরত আবু বকর রা.-এর এ কথার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হল, কবরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জীবন পেয়েছেন তারপর আর কোনো মৃত্যু আসবে না। বরং তিনি বরাবরই কবরে জীবিত থাকবেন, আর নবীগণ কবরে জীবিত। (ফাতহুল বারী, আবু বকরের ফযীলত অধ্যায় ৭/৩৩)

শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার এ বক্তব্যে স্পষ্টই বলেছেন, আহলুস-সুন্নাহর বিশ্বাস হল, নবীগণ কবরে জীবিত।

## আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা

১. নির্ধারিত মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার মাধ্যমে সকল নবীগণের দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।
২. মৃত্যুর পর তাঁরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ জীবন লাভ করেছেন। তাই তাঁরা কবরে জীবিত। তাঁদের কবরের জীবনের ধরণ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিশ্বাস হল: ক. আলমে বারযাখে সাধারণ মুমিনের জীবনের চেয়ে শহীদদের জীবন পূর্ণাঙ্গ। আর শহীদদের জীবন থেকে নবীদের জীবন আরো পূর্ণাঙ্গ ও উন্নততর।
- খ. দুনিয়ার জীবনের সাথে তাঁদের কবরের জীবনের কিছু কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে।
- গ. কবরের জীবনের ধরণ সম্পর্কে যে বিষয়গুলো কুরআন-সুন্নাহয় পাওয়া যায় না সে বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করা।
৩. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এ বিশ্বাস করে যে, তাদের কবর-জীবন হুবহু দুনিয়ার জীবনের মত নয়। কবর থেকে স্বাভাবিকভাবে যথা ইচ্ছা গমনাগমন করা, মৃত্যু-পূর্ববর্তী সময়ের মত আদেশ নিষেধ ও পরামর্শ দেওয়া, কারো সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ, কথোপকথন ও মুসাফাহা করা ইত্যাদি বিষয়ে শরয়ী কোনো দলিল নেই। তবে যদি স্বপ্ন, কাশফ বা কারামাতের মাধ্যমে এমন কোনো কিছু ঘটা প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটি ভিন্ন বিষয়। হায়াতুল আম্বিয়ার আকীদার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিছু সংশয়ের নিরসন:

## আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বিশ্বাস হল-

১. মৃত্যুর মাধ্যমে নবীজীর দুনিয়ার জীবনের অবসান ঘটেছে। সুতরাং যারা 'হায়াতুল আম্বিয়া আকীদার' উপর এই বলে আপত্তি করে যে, জীবিত অবস্থায় নবীগণকে দাফন করা হল কী করে, তাদের আপত্তি অর্থহীন।
২. কবরে নবীজীর জীবন কিছু কিছু বিষয়ে দুনিয়ার জীবনের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তবে সকল বিষয়ে তাঁদের কবরের জীবন দুনিয়ার জীবনের মত নয়। বরং তাঁদের জীবনটা মূলত বারযাখী তথা আলমে বারযাখের জীবন, যা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। তাই স্বাভাবিকভাবে দুনিয়ায় জীবিত থাকতে যেমন নবীজীর কাছ থেকে আদেশ নিষেধ ও পরামর্শ পাওয়া যেত বারযাখী জীবন হওয়ার কারণে তা পাওয়া যায় না। এদিক থেকে তাঁদেরও কবরের জীবনের সাথে দুনিয়ার জীবনের কিছুটা বৈসাদৃশ্যও আছে। তবে স্বপ্ন, কাশফ ও কারামাতের মাধ্যমে যদি কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটা প্রমাণিত হয় তাহলে সেটি স্বতন্ত্র বিষয়। যার বিধান সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং যারা এই বলে আপত্তি করে যে, নবীজী যদি কবরে জীবিত থাকতেন তাহলে আবু বকর খলীফা হলেন কী করে, আর সাহাবীগণ আগের মত আদেশ নিষেধ ও পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে কেন যেতেন না; তাদের এ আপত্তি একেবারেই অবান্তর। (মাকামে হায়াত, ড. খালেদ মাহমুদ পৃ.২৩৪-২৩৫)



কবরের জীবন ‘বারযাখী’ হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার জীবনের সাথে সাদৃশ্য রাখে। বারযাখ শব্দের অর্থ পর্দা বা অন্তরায়। মৃত্যুর পরবর্তী জগত সম্পর্কে মানুষ সরাসরি কিছু জানতে পারে না। তাই একে আলমে বারযাখও বলা হয়। সমস্ত মানুষ মৃত্যুর পর পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। আড়ালে হওয়ার কারণে একে ‘বারযাখ’ও বলা হয়। সকল মানুষের মত নবীগণও মৃত্যুর পর বারযাখে তথা আড়ালে চলে যান। তাই কেউ কেউ সকল মানুষের বারযাখের জীবনের সাথে মিলিয়ে নবীদের কবরের জীবনকে তুচ্ছ ও হীন গণ্য করে থাকেন। অথচ নবীগণের জীবন দুনিয়ার জীবনের সাথে আংশিক সাদৃশ্যপূর্ণ এবং সরাসরি তারা কবরেই বিশেষ জীবন লাভ করেছেন। যা অন্য সাধারণ মানুষের জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই দুই জীবনকে এক করে ফেলা শরীয়ত বিরোধী চিন্তা। তাঁরা বলেন, নবীগণের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বারযাখী। আর আমরা বারযাখী জীবন সম্পর্কে কিছুই জানি না।

কিন্তু বারযাখের জীবন হওয়া সত্ত্বেও শরয়ী দলিলের দ্বারা ঐ জগতে যা পাওয়া যায় তা জানতে সমস্যা কোথায়? তা অস্বীকার করার তো কোনো যুক্তি নেই। কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, নবীগণ কবরে স্বশরীরে দুনিয়ার সাথে আংশিক সাদৃশ্যপূর্ণ বিশেষ জীবন পেয়েছেন। যে সকল বিষয়ে দুনিয়ার জীবনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে তা হল:

১. দুনিয়ার দেহ সংরক্ষিত থাকা
২. নামায আদায় করা
৩. ছালাত ও সালাম শুনতে পাওয়া
৪. সালামের জবাব দেয়া
৫. তাদের রিযিকপ্রাপ্ত হওয়া

এ সবকটি বিষয়ই একজন জীবন্ত মানুষের বৈশিষ্ট্য, যা মৃত্যুর পরও নবীদের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই নবীগণের জীবন বারযাখী হলেও সাধারণ মানুষের বারযাখী জীবনের সাথে এর আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে। এ কারণেই বলতে হয় নবীগণ কবরে স্বশরীরে জীবিত। কিন্তু অন্যদের বেলায় এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং বারযাখী জীবন বলে নবীগণের কবর-জীবনকে সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে একাকার করে ফেলা, জীবিত বলতে দ্বিধাবোধ করা শরীয়ত-বিরোধী চিন্তা। (মাকামে হায়াত, ড. খালেদ মাহমুদ পৃ.২৩৪-২৩৫)

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

“আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয় তাদের তোমরা মৃত বল না বরং তারা জীবিত। তবে তা তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না।” (সূরা বাকার- ১৫৪)

উক্ত আয়াতের স্পষ্ট ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শহীদগণ কবরে জীবিত। আর ইংগিতের সাথে একথাও বুঝাচ্ছে যে, নবীগণও কবরে জীবিত। কেননা নবীগণের মর্যাদা শহীদদের তুলনায় অনেক উর্ধে। সুতরাং শহীদগণ যদি কবরে জীবিত থাকেন, তাহলে নবীগণ কেন হবেন মৃত? তারা অবশ্যই জীবিত। আল্লাহ তা‘আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

“যারা আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত জ্ঞান করো না। বরং তারা জীবিত; তাদের রব-প্রতিপালকের নিকট তারা রিযিকপ্রাপ্ত হয়।” (সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত নং ১৬৯)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহর পথে শহীদগণের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে মৃত বলা যাবে না। বরং তারা জীবিত। আবার উক্ত আয়াতদ্বয়ে রয়েছে যে, যারা নিহত (শহীদ) হয়েছেন অর্থাৎ মারা গিয়েছেন। কিন্তু তবুও তাদেরকে জীবিত বিশ্বাস করতে হবে।

এর স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরের কিতাবে রয়েছে, দুনিয়াতে তাদেরকে সকলে নিহত বা শহীদ হিসেবেই জেনে কাফন-দাফন করেছেন। কিন্তু দুনিয়াবী মৃত্যুর পর আলমে বরযখে তারা জীবিতের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অনন্য জীবন লাভ করেছেন-যে জীবনে তারা মহান আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদায় জীবিত বলে ভূষিত হয়েছেন এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক দেয়া হয়-যা তাদের বিশেষভাবে জীবিত থাকার প্রমাণ বহন করে। এক্ষেত্রে যদিও মুমিন বা কাফির নির্বিশেষে সকল মৃত ব্যক্তিরই আলমে বরযখে জীবিত হয়ে সুওয়াল-জাওয়াব ও আরাম বা আজাবের সম্মুখীন হওয়ার কথা হাদীস শরীফে রয়েছে, কিন্তু শহীদগণের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব হলো, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাদের জীবন-অনুভূতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও অধিক তাৎপর্যময়। যদ্বরূপ তারা জীবিত হিসেবে জীবনোৎসব স্বরূপ রিযিক লাভ করেন। আর তাদের এ জীবন-অনুভূতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাদের বিশেষ ধরনের জীবনের কিছু লক্ষণ পৃথিবীতেই তাদের দেহে প্রকাশ পায় যে, তাদের দেহ মাটিতে খায় না; তাদের লাশ বরাবর অবিকৃত থাকে। এ ধরনের বহু ঘটনা পৃথিবীতে প্রত্যক্ষিত হয়েছে। (তাফসীরে কুরতবী, ৩য় খন্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা/ তাফসীরে ইবনে কাসীর [ইফাবা], ৪র্থ খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা/ তাফসীরে মা‘আরিফুল কুরআন [ইফাবা], ২য় খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা)

উপরিউক্ত প্রথম আয়াতে মৃত্যুর পর শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে ‘বরং তারা জীবিত’। আর দ্বিতীয় আয়াতে মৃত ধারণা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। জীবিত হওয়ার একটি নিদর্শন বলা হয়েছে ‘তারা রিযিকপ্রাপ্ত হয়’। এ থেকে বুঝা যায়-

১. যদিও বারযাখে সমস্ত মানুষেরই এক ধরনের জীবন আছে, কিন্তু সাধারণের বরযাখের অবস্থানকে জীবিত বলা হয়নি যেমনটা শহীদদের বেলায় বলা হয়েছে। তাছাড়া এটা নিশ্চিত যে, শহীদের জীবন সাধারণের জীবনের চেয়ে উন্নত ও ভিন্নতর।

২. শুধু রুহ বা আত্মার বেঁচে থাকাকে জীবন বলে না। অন্যথায় জন্মের পূর্বেও আত্মা ছিল, মায়ের পেটেও আত্মা ছিল, মৃত্যুর পরও স্থান পরিবর্তন সত্ত্বেও আত্মা আগের অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু তাই জীবন বলতে বুঝায় যখন আত্মা দেহের মধ্যে থাকে অথবা দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক থাকে (যেমন ঘুমন্ত মানুষ)।

৩. আয়াতে বলা হয়েছে ‘যাকে হত্যা করা হয়’ তাকে মৃত বলো না, আর হত্যা করা হয় দেহকে। সুতরাং শহীদ জীবিত থাকার অর্থ শুধু রুহের জীবনই নয়। বরং দেহের সাথেও এ জীবনের একটি সম্পর্ক রয়েছে।

৪. আরো বলা হয়েছে, ‘তারা রিযিকপ্রাপ্ত হয়’। এ থেকেও বুঝা যায় দুনিয়ার জীবনের সাথে শহীদদের বিশেষ জীবনের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।

৫. কিন্তু এ জীবনের কী ধরণ সে সম্পর্কে বলা হয়েছে- “কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না”। আয়াত দুটিতে ‘নস’ তথা স্পষ্ট বক্তব্যে শহীদের জীবনের কথা বলা হয়েছে। আর ‘ইশারা ও দালালাতুন নস’ তথা ইঙ্গিতে নবীদের জীবনের কথাও বলা হয়েছে। কেননা, নিঃসন্দেহে নবীদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে শহীদের চেয়েও বেশি। আর যে কারণে শহীদ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও শহীদরূপে গণ্য হয় সে কারণ নবীদের মধ্যে বেশি বিদ্যমান। (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ১১/৩৬০)

তাই নবীদের জীবন শহীদের চেয়ে বেশি উন্নত হবে। (কুরতুবী, নবুওত অধ্যায়; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ-এর জীবনী অধ্যায় ৮/৯৯; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী ৬/৬০৫)

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীসে এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি খায়বারে বিষমিশ্রিত যে গোস্ত খেয়েছিলেন, মৃত্যুকালীন সময়ে সেই বিষক্রিয়া আবার শুরু হয়েছিল। এ বিষও তাঁর ওফাতের একটা কারণ। তাই এ হিসেবে তিনি আক্ষরিক অর্থেও শহীদ।-(সহীহুল বুখারী, হাদীস ৪৪২৮; আল-হাবী, সুয়ূতী, পৃ. ৫৫৪)



নিম্নে হায়াতুল আশিয়া বিষয়ক কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল :

১.হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ

‘নবীগণ কবরে জীবিত, নামায আদায় করেন’।(মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৩৪২৫; হায়াতুল আশিয়া লিল বাইহাকী, হাদীস ১-৪)

২.হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةً أُسْرِي بِي، عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

‘আমি মিরাজের রাতে (বাইতুল মাকদিসের পাশে) লাল বালুর ঢিবির কাছে মূসা আ.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি। তখন তিনি তাঁর কবরে দাড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন’। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৪৭)

হাদীস থেকে জানা গেল, ‘আল্লাহর কাছে’ নয় বরং মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর কবরে নামায আদায় করছেন। রুহের জগতে নয় বরং তিনি স্বশরীরে দাড়িয়ে নামায আদায় করছেন। নবীজী কবরের অবস্থানটিও উল্লেখ করে দিয়েছেন- লাল বালুর ঢিবির কাছে। তাই এখানে সালাত বা নামাযের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার আর কোনো সুযোগ থাকে না’।

৩.হযরত আউস ইবনে আউস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

“إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبُضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ .” قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تُعَرَّضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرْمَتْ؟ يَقُولُونَ: بَلَيْتَ، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

‘তোমাদের শ্রেষ্ঠ দিনগুলোর একটি হল জুমার দিন। এ দিনেই আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ দিনেই শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, আর এ দিনেই সকল প্রাণী মৃত্যু বরণ করবে। সুতরাং এ দিনে তোমরা আমার উপর বেশি করে ছালাত ও সালাম পাঠাও। তোমাদের ছালাত আমার কাছে পেশ করা হবে। সাহাবাগণ বললেন, আমাদের ছালাত আপনার কাছে কীভাবে পেশ করা হবে, তখন যে আপনি (মাটির সাথে মিশে) ক্ষয়প্রাপ্ত (নিঃশেষিত) হয়ে যাবেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মাটির জন্য নবীগণের দেহ খাওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন’।

অর্থাৎ কবরে নবীগণের দেহ দুনিয়ায় জীবিত মানুষের মতই অক্ষত থাকে। এর সাথে রুহের গভীর সম্পর্কও থাকে। ফলে কবরে থেকেও সালাত ও সালাম পাওয়াতে কোনো অসুবিধা হবে না। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১০৪৭; সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩/১১৮ হাদীস ১৭৩৩; মুসতাদরাকে হাকেম, ১/২৭৮, হাদীস ১০২৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬১৬২)



৪.হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন,  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا مِنْهُ أُبْلِغْتُهُ

“যে আমার কবরের পাশে আমার উপর সালাত পেশ করে আমি তা শুনি। এবং যে দূরে থেকে আমার উপর দরুদ পড়ে তা আমার কাছে পৌঁছানো হয়”।(কিতাবুস সওয়াব, আবু হাইয়ান ইবনু আবিশ শায়খ ইছফাহানী, ফাতহুল বারী ৬/৬০৫, আল-কাওলুল বাদী পৃ. ১৬০)

৫.হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত একদল ফেরেশতা রয়েছেন যারা দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ান এবং আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেন”।(সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯১৪)

৬.হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُ

“তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিও না। আর আমার কবরে উৎসব করো না (বার্ষিক, মাসিক সাপ্তাহিক কোনো আসরের আয়োজন করো না)। আমার উপর সালাত পাঠাও। কেননা তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌঁছবে।--(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২০৪২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী,হাদীস ৩৮৬৫)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন, এর সনদ সহীহ। (ফাতহুল বারী ৬/৬০৬, আরো দেখুন,মজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ২৬/১৪৭)

উপরিউক্ত ৫ ও ৬ নং হাদীস দুটি থেকে বুঝা গেল, দূর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সালাত ও সালাম পাঠালে তা নবীজীর কবরে পৌঁছে দেওয়া হয়।

৭.হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

‘( মৃত্যুর পর) যে কেউ আমাকে সালাম করবে, সেই আমাকে এ অবস্থায় (জীবিত) পাবে যে, আল্লাহ তাআলা আমার মধ্যে (এর পূর্বেই) রুহ ফিরিয়ে দিয়েছেন। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই আমার রুহ আমার মধ্যে ফিরিয়ে দিয়ে জীবিত করে দেবেন) যাতে আমি তার সালামের জবাব দেই’।(সুনানে আবু দাউদ হা.২০৪১)

## হায়াতুল আশ্বিয়ার উপর উম্মতের ইজমা

হাফেজ সাখাবী রাহ. বলেন, হায়াতুল আশ্বিয়া বিষয়ের উপর পুরো উম্মতের ইজমা হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার মাক্কী আল-হাইতামী রাহ.ও তাই বলেছেন।(-আল-কাওলুল বাদী পৃ. ৩৪৯; আল-ফাতাওয়াল কুবরা লিল হাইতামী ২/১৩৫, হজ্ব অধ্যায়; হিদায়াতুল হায়ারান; মাযাহেরে হক্ব; আনওয়ারে মাহমুদ)

## হায়াতুল আশ্বিয়ার আকীদা বিষয়ে কয়েকজন ইমাম ও আলেমের উক্তি

যেহেতু কুরআন-সুন্নাহয় স্পষ্ট ভাষায় নবীগণ কবরে জীবিত থাকার বিষয় রয়েছে, তাই সকল সাহাবা-তাবেঈন ও ইমামগণই এ বিষয়ে একমত ছিলেন। তবে প্রসঙ্গে ও অপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে যারা স্পষ্ট উক্তি করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.। তিনি বলেন, “শহীদগণ জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত হন। শহীদগণ নিহত হওয়ার পরও জীবন্ত অবস্থায় তাদের রিযিক গ্রহণ করেন। নবীগণ তাদের কবরে জীবিত নামায আদায় করেন”। (আল-আকীদাহ, আবু বকর আল-খাল্লালের বর্ণনা পৃ. ১২১) (১৯)

তাদের মধ্যে আরো রয়েছেন-

১. ইমাম বাইহাকী (আল-ইতিকাদ ও হায়াতুল আশ্বিয়া)২. ইমাম কুরতুবী (আল-মুফিহম)৩. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (মাজমুউল ফাতাওয়া)৪. শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আসকালানী (ফাতহুল বারী)৫. ইমাম সাখাবী (আল-কাউলুল বাদী)৬. আল্লামা সুয়ূতী (ইমবাউল আযকিয়া বিহায়াতিল আশ্বিয়া ও শারহ সুনানিন নাসাঈ)৭. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফ ছালেহী (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ)৮. ইবনে হাজার হাইতামী (আলফাতাওয়াল কুবরা)৯. আল্লামা কাসতাল্লানী ও আল্লামা যুরকানী (শারহু যুরকানী আলাল-মাওয়াহিব)১০. আল্লামা শাওকানী (নাইলুল আউতার)১১. শায়খ বিন বায (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব)১২. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উসাইমীন (তাফসীরুল কুরআন)১৩. শায়খ ইসহাক ইবনে আদ্রির রাহমান ইবনে হাসান আন্বাজ্জী (আদ্বুরারুস সানিয়াহ) ১৪. শায়খ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ।

ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন-

فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد، مع أنهم مدفونون فيها،  
وهم أحياء في قبورهم، ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم

এ ধরনের হাদীসের সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা নবীদের কবরকে মসজিদ বানানো হারাম সাব্যস্ত হয়। তবে এ কথা সত্য যে, তারা তাতে সমাহিত আছেন এবং তাঁরা তাঁদের কবরে জীবিত। তাদের কবরে সালাম দেওয়ার জন্য উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব”। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৭/৫০২)

ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর উপর অপবাদ আরোপকারীদের এ কথা যে, তিনি ‘হায়াতুল আম্বিয়া’য় বিশ্বাস করেন না- একেবারেই মিথ্যা। বরং তিনি নবীদের কবরে জীবিত থাকার বিষয় সুস্পষ্টভাবে বলেছেন হায়াতুল আম্বিয়ার দলিল হল নবীজীর হাদীস- ‘নবীরা কবরে জীবিত’। (দা‘আবিল মুনাবীন লিশাইখিল ইসলাম পৃ.২৯৪)

রাসুল (সা)এর দুনিয়া থেকে ওফাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

“মুহাম্মাদ (সা.)তো একজন রাসূলই, আর তার পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন।”(সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত নং ১৪৪)

অপর আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

“(হে নবী!) নিশ্চয়ই আপনারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে।”(সূরাহ যুমার, আয়াত নং ৩০)

সুতরাং একদিকে যেমনিভাবে নবীগণের ইত্তিকাল বা ওফাতের ওপর ঈমান রাখা অপরিহার্য, তেমনি এর সাথে সাথে এ ঈমান পোষণ করাও কর্তব্য যে, নবীগণ বরযখী জগতে বা কবরে স্বশরীরে জীবিত আছেন এবং তাঁরা তাঁদের সেই বারযাখী জীবনে জীবিত মানুষের ন্যায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছেন-যা অপর সাধারণ মৃত ব্যক্তির নেই। যেমন, কবরে স্বশরীরে জীবিত থাকা, যমিন তাদের শরীর না খাওয়া, সেখানে রিযিক লাভ করা, নামায পড়া প্রভৃতি।

রাসুল (সা) এর মৃত্যু শহীদি মৃত্যু বুখারি শরীফের হাদিসে এসেছে,,,

قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْرٍ  
فَهَذَا أَوْ أَنْ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ

আয়েশা (রাঃ)- বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ (সা) যখন মৃত্যুর রোগে আক্রান্ত, তখন আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘হে আয়েশা! খায়বরে যে বিষমিশ্রিত খাদ্য আমি খেয়েছিলাম, সে বিষের প্রভাবে আমার শিরা- উপশিরা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। (বুখারি -৪৪২৮)

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থের গ্রন্থাকার ইবনে কাসীর (রহ) খায়বারের যুদ্ধের সময় রাসুলুল্লাহ (সা) কে বিষ প্রয়োগের ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন রাসুলুল্লাহ (সা) এর শহীদি মৃত্যু হয়েছিল। কেননা যুদ্ধাবস্থায় আহত হয়ে, ওই আহত হওয়ার কারণে পরে মৃত্যু বরন করলে তা শহীদি মৃত্যু হবে এবং এ বিষয়ে সবাই একমত। আর নবীকারিম (সা) এর বেলায়ও তাই হয়েছিল।

## নবীদের শরীর মাটির জন্য ভক্ষণ করা হারামঃ

হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রমানিত নবীদের শরীর মাটির জন্য ভক্ষণ করা হারাম সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُوَا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنْ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ  
হযরত আবুদ দারদা’ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন “তোমরা জুমু‘আর দিনে বেশী করে দরুদ পড়ো। কেননা, এদিন উপস্থিতির দিন- ফেরেশতাগণ এদিনে উপস্থিত হন আর তোমাদের কেউ যখনই আমার প্রতি দরুদ পড়ে, তখনই সেই দরুদ আমার নিকট পেশ করা হয়-এ পর্যন্ত যে, সে দরুদ পড়া থেকে ফারোগ হয়।” হযরত আবুদ দারদা’ (রা.) বলেন, আমি বললাম(আপনার) ওফাতের পরও তা হবে? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন-“(আমার) ওফাতের পরও তা হবে কারণ, আল্লাহ তা‘আলা যমিনের ওপর হারাম করেছেন যে, নবীগণের শরীর ভক্ষণ করবে কাজেই নবীগণ জীবিত এবং রিযিকপ্রাপ্ত হন।”(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১০৮৫)



অনুরূপভাবে সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী প্রভৃতিতে অপর রিওয়াযাতে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে,

عَنْ أَوْسَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنْ صَلَّاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُعَرِّضُ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ يَغْنِي بَلِيَّتُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

হযরত আউস ইবনে আউস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন “নিশ্চয়ই তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমু‘আর দিন এদিনে হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এদিনে সিজায় ফুৎকার দেয়া হবে আর এদিনে সবাই সেই আওয়াজে বেহুঁশ হয়ে যাবে সুতরাং এদিনে তোমরা আমার প্রতি বেশী করে দরুদ শরীফ পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছানো হবে। এ সময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আপনার ওফাতের পর) যখন আপনি মাটিতে গলে যাবেন, সে অবস্থায় আপনার নিকট কিভাবে আমাদের দরুদ পৌঁছানো হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন “নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা যমিনের ওপর হারাম করেছেন যে, নবীগণের শরীর ভক্ষণ করবে।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১০৪৮/ সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ১৩৭৩/ ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১০৮৫)

নবীগণ কবরে স্বশরীরে জীবিত এবং তারা সেখানে নামাজ পড়েনঃ

আলমে বরযখে শহীদগণের উল্লিখিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনের চেয়ে অধিক শক্তিমান ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন হচ্ছে নবী-রাসূলগণের বরযখী জীবন। কারণ, তাঁরা কবরে সশরীরে জীবিত আছেন। তাদের শরীরকে কখনো মাটি খেতে পারে না এবং তারা নামায পড়াসহ জীবিত মানুষের অনেক বৈশিষ্ট্য লাভ করেন। নবীগণের কবরে জীবিত থাকা প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে আল্লামা ইবনে হাজর আসক্বালানী (রহ.) বলেন-

لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا ، وقد ثبت ذلك للشهداء . ولا شك أن الأنبياء أرفع رتبة من الشهداء

“কেননা, নবীগণ মহান আল্লাহর নিকট জীবিত, যদিও তারা দুনিয়াবাসীদের দিক দিয়ে মৃতের রূপে আছেন। কারণ, প্রমাণিত আছে যে, শহীদগণ আল্লাহর নিকট জীবিত; আর নবীগণ নিঃসন্দেহে শহীদগণের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান।” (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা মুবারকের নিকটে এসে কেউ সালাম পেশ করলে, তা রাসূলুল্লাহ (সা.) সরাসরি শুনতে পান এবং তার উত্তর দেন আর দূর থেকে তার নিকট দরুদ ও সালাম পাঠ করা হলে, তা ফেরেশতাগণের মাধ্যমে তাঁর নিকট পৌঁছানো হবে এ মর্মে হাদীস শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ بَعِيدًا أَعْلِمْتُهُ

“যে কেউ আমার কবরের নিকটে এসে আমার প্রতি দরুদ পড়বে, আমি তা নিজেই শুনবো এবং যে দূর থেকে আমার প্রতি দরুদ পড়বে, তা আমাকে জানানো হবে।” (আল-কাওলুল বাদী লিল-সাখাবী, ৩য় খন্ড, ৯২৯ পৃষ্ঠা, আল-লাআলী লিল-সুয়ূতী, ১ম খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা/ ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা)

এ হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা গেলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পরও তাঁর কবর মুবারকে তাঁর নিকট উন্মতের দরুদ পৌঁছানো হয় এবং সেই দরুদ স্বয়ং তিনি নিজে গ্রহণ করেন আর উন্মতের সালামের জাওয়াবও প্রদান করেন। সেই সাথে এটাও জানা গেলো যে, তিনি কবরে সশরীরে জীবিত। তেমনিভাবে সকল নবীই করবে জীবিত আছেন।